তারিখ 17 SEP 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

দৈনিক ইনকিলাব

16

শিক্ষার জন্য খাদ্য ঃ আগামী বছর এক হাজার ইউনিয়নে কর্মসূচী সম্প্রসারণ

॥ মিডিয়া সিণ্ডিকেট ॥

'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী আগামী বছর থেকে দেশের আরো ৫৪০টি ইউনিয়নে সম্প্রসারিত হতে যাচ্ছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকরভাবে সফল করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে ১৯৯৩-এর জুলাইয়ে এ কর্মসূচী চালু হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, দেশের ৪৬০টি থানার একটি করে নির্দিষ্ট ইউনিয়নের

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষার জন্য খাদ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পরে আরো ১শ' ২৭টি মাদ্রাসাকে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর আওতায় নেয়া হয়। দেশী-বিদেশী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন রিপোর্টে এ কর্মসূচী সফল বলে প্রমাণিত হওয়ায় এখন আরো ৫৪০টি ইউনিয়নে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কর্মসূচী চালু করার পর চলতি বছর টাকার হিসাবে ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় একশ' ৬ কোটি টাকা। '৯৫ সালে কর্মসূচীর আওতা সম্প্রসারণ করে মোট এক হাজার ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এ খাতে ব্যয় দাঁড়াবে বার্ষিক সোয়া দুইশ' কোটি টাকা। কর্মকর্তা জানান, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার (ড্রপ আউট) হার রোধ, অভিভাবকমণ্ডলীকে তাদের সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহী করা, দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং সহজে ও নিম্নতর প্রশাসনিক ব্যয়ে গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনের চতুর্মুখী লক্ষ্যে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী চালু হয়। বর্তমানে এ খাতে বছরে ১ লাখ ১৪ হাজার মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হচ্ছে। দরিদ্র পরিবারপিছু ছাত্র-ছাত্রীদের নামে মাসে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি গম বরাদ্দ করা হয়।

আগামী বছর থেকে এ খাতে বার্ষিক গম বিতরণের পরিমাণ বাড়বে দ্বিগুণেরও বেশী। কর্মকর্তা জানান, কোন রকম বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া এ প্রকল্পের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে রাষ্ট্রের নিজস্ব তহবিল থেকে। সম্প্রসারিত কর্মসূচী খাতে বর্ধিত ব্যয়ও সরকারের নিজস্ব খাত থেকেই নির্বাহ করা হবে।